

সূরা ৬৯ : হাক্কাহ, মাক্কী

৬৯ - سورة الحاقة مكية

(আয়াত ৫২, রুকু ২)

(آياتها : ৫২, رُكُوعاتها : ২)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।	۱. الْحَاقَّةُ
২। কি সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা?	۲. مَا الْحَاقَّةُ
৩। কিসে তোমাকে জানাবে সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কি?	۳. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ
৪। 'আদ ও হামুদ' সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিল মহাপ্রলয়।	۴. كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ
৫। আর হামুদ সম্প্রদায় - তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা।	۵. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ
৬। আর 'আদ' সম্প্রদায় - তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা -	۶. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ
৭। যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে;	۷. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ

<p>তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে তারা যেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে বিক্ষিপ্ত অসার খেজুর কান্ডের ন্যায়।</p>	<p>وَتَمْنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرَغَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ خَلٍ خَاوِيَةٍ</p>
<p>৮। তুমি তাদের কোনো অস্তি ত্ব দেখতে পাও কি?</p>	<p>৮. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ</p>
<p>৯। ফির'আউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং লুত সম্প্রদায় পাপাচারে লিপ্ত ছিল।</p>	<p>৯. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَةُ بِالْخَاطِئَةِ</p>
<p>১০। তারা তাদের রবের রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দেন, কঠোর সেই শাস্তি!</p>	<p>১০. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ أَخْذَةً رَّابِيَةً</p>
<p>১১। যখন প্লাবন হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে (মানব জাতিকে) আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে।</p>	<p>১১. إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ</p>
<p>১২। আমি উহা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এ জন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ ইহা সংরক্ষণ করে।</p>	<p>১২. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَا أُذُنٌ وَعِيَّةٌ</p>

কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক বাণী

‘হাক্কাহ’ কিয়ামাতের একটি নাম। আর এ নামের কারণ এই যে, জান্নাতে শান্তি দানের অঙ্গীকার এবং জাহান্নামে শান্তি প্রদানের প্রতিজ্ঞার সত্যতা ও যথার্থতার দিন এটাই। এ জন্যই এ দিনের ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন : হে নাবী! তুমি এই হাক্কাহর সঠিক অবস্থা অবগত নও।

কিয়ামাতকে অস্বীকারকারীদের ধ্বংস করার বিবরণ

এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ ঐ লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যারা এই কিয়ামাতকে অবিশ্বাস করার ফলে প্রতিফল প্রাপ্ত হয়েছিল। তিনি বলেন : ছামূদ সম্প্রদায়ের অবস্থা দেখ, এক দিকে মালাইকার প্রলয়ংকারী শব্দ আসা, আর অপর দিকে ভয়াবহ ভূমিকম্প শুরু হয়ে যায়, ফলে সব নীচ-উপর হয়ে যায়। কাতাদাহর (রহঃ) উক্তি অনুসারে طَاغِيَةٌ শব্দের অর্থ হল ভীষণ চীৎকার। (তাবারী ২৩/৫৭১) আর মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা পাপ বা পাপী উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তারা পাপের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। রাবী’ ইব্ন আনাস (রহঃ) ও ইব্ন যায়িদ (রহঃ) উক্তি এই যে, এর দ্বারা তাদের ঔদ্ধত্যপনা উদ্দেশ্য। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এর প্রমাণ হিসাবে কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতটি পেশ করেছেন :

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا

ছামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতা বশতঃ সত্যকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করল। (সূরা আশ্ শাম্‌স, ৯১ : ১১) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : আর ‘আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা। ঐ ঝঞ্ঝা বায়ু কল্যাণ ও বারাকাতশূন্য ছিল এবং মালাইকার হাত দ্বারা বের করা হচ্ছিল। আলী (রাঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, ঐ ঝঞ্ঝা বায়ু তাদের জমা করা ফসলকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে। ওটা প্রবাহিত হয়েছিল سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), শাউরী (রহঃ) প্রমুখ حُسُوم এর অর্থ করেছেন পর্যায়ক্রমে, কোন রকম বিরতি ছাড়া। (তাবারী ২৩/৫৭৩, ৫৭৪) ইকরিমাহ (রহঃ) এবং রাবী’ ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, তাদের উপর অকল্পনীয়

বিপদাপদ আপতিত হয়। এতে তাদের জন্য অমঙ্গল ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। এ আয়াতের অনুরূপ আয়াত অন্যত্রও বর্ণিত হয়েছে :

فِي أَيَّامٍ مَّحْسُوتٍ

এক অমঙ্গলজনক দিনে। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ : ১৬)

আরাবরা এই বায়ুকে **أَعْجَازُ** এ জন্য বলে থাকে যে, কুরআন কারীমে বলা হয়েছে : ‘আদ সম্প্রদায়ের অবস্থা সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খেজুর কাণ্ডের ন্যায় হয়ে যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে তারা যেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে বিক্ষিপ্ত অসার খেজুর কাণ্ডের ন্যায়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **خَاوِيَةٍ** শব্দের অর্থ হচ্ছে ধ্বংস। তিনি ছাড়া অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ধ্বংসস্বপ্নে পরিণত হওয়া। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, প্রচন্ড বাতাস উহাকে (খেজুর গাছ) আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিবে এবং ওর মাথা ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলবে এবং ওটি নিজীব মাটিতে পড়ে থাকবে যেন ওর কোন ডালপালা ছিলনা। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আমাকে ‘সাবা’ অর্থাৎ পূবালী বাতাস দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, আর ‘আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে পশ্চিমা বাতাস দ্বারা।’ (মুসলিম ২/৬১৭)

মহামহিমাম্বিত আল্লাহ এরপর বলেন : বলতো, এরপর তাদের কেহকেও তুমি বিদ্যমান দেখতে পাও কি? অর্থাৎ তাদের কেহই মুক্তি পায়নি, বরং সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের থেকে কোন বংশধর রেখে যাওয়ার ব্যবস্থা না করে আল্লাহ তাদের সবাইকে ধ্বংস করে ফেলেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন : ফির‘আউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং লূত সম্প্রদায় পাপাচারে লিপ্ত ছিল। তারা তাদের রবের রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিলেন— কঠোর শাস্তি।

قَبْلَهُ এর দ্বিতীয় কিরআত **قَبْلَهُ** ও রয়েছে অর্থাৎ **قَاف** এর নীচে যের দিয়েও পড়া হয়েছে। তখন অর্থ হবে : ফির‘আউন এবং তার পাশের ও তার যুগের তার অনুসারী কাফির কিবতী সবাই। **مُؤْتَفِكَاتٍ** দ্বারা রাসূলদেরকে মিথ্যা

প্রতিপনুকারী পূর্ববর্তী উম্মাতদেরকে বুঝানো হয়েছে। রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন, **خَاطِئَة** এর অর্থ হল অবাধ্যতা। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে অপরাধ করা। (তাবারী ২৩/৫৭৬) সুতরাং অর্থ হল : তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ যুগের রাসুলকে অবিশ্বাস করেছিল। যেমন আব্ব্বাহ তা'আলা বলেন :

كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ

তারা সবাই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে তাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত হয়েছে। (সূরা কাফ, ৫০ : ১৪) এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, একজন নাবীকে অস্বীকার করার অর্থ সমস্ত নাবীকেই অস্বীকার করা। যেমন আল্লাহ সবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ

নূহের সম্প্রদায় রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। (সূরা শু'আরা, ২৬ : ১০৫)

كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ

‘আদ সম্প্রদায় রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। (সূরা শু‘আরা, ২৬ : ১২৩)

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ

হাম্বদ সম্প্রদায় রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। (সূরা শু'আরা, ২৬ : ১৪১) অথচ সকলের নিকট অর্থ্যাৎ প্রত্যেক উম্মাতের নিকট একজন রাসূলই এসেছিলেন। এখানেও অর্থ এটাই যে, তারা তাদের রবের রাসূলকে অমান্য করেছিল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করেছিলেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়েছিলেন।

নৌযানে অবতরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া

এরপর মহাপ্রতাপাব্বিত আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন : **إِنَّا لَمَّا**

طَعَى الْمَاء দেখ, যখন নূহের (আঃ) দু'আর কারণে ভূ-পৃষ্ঠে তৃফান এলো ও পানি সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে চতুর্দিক প্লাবিত করল এবং আশ্রয় লাভের কোন স্থান থাকলনা তখন আমি নূহ (আঃ) ও তার অনুসারীদেরকে নৌযানে আরোহণ করালাম।

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যখন নূহের (আঃ) সম্প্রদায় তাঁকে অবিশ্বাস করল, বিরোধিতা শুরু করল এবং উৎপীড়ন করতে লাগল তখন অতিষ্ঠ হয়ে তাদের ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন এবং ভয়াবহ তূফান নাযিল করলেন। নূহ (আঃ) এবং যারা তাঁর নৌযানে আরোহণ করেছিল তারা ছাড়া ভূপৃষ্ঠের একটি লোকও বাঁচেনি, সবাই পানিতে নিমজ্জিত হয়েছিল। সুতরাং এখনকার সমস্ত মানুষ নূহের (আঃ) বংশধর এবং তাঁর সন্তানদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা নিজের এই গুরুত্বপূর্ণ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করাতে গিয়ে বলেন :

إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ

যখন প্লাবন হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ (পূর্ব পুরুষদেরকে) আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে, যাতে এ নৌযান তোমাদের জন্য একটা নমুনা রূপে থেকে যায় এবং শ্রুতিধর কর্ণ এটা সংরক্ষণ করে। আজও তোমরা ঐ রকমই নৌযানে আরোহণ করে সমুদ্রের দীর্ঘ সফর করে থাক। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

وَجَعَلْ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ

এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তু যাতে তোমরা আরোহণ কর, যাতে তোমরা ওদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা ওর উপর স্থির হয়ে বস। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ১২-১৩) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَيُّهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ

তাদের এক নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদের বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম এবং তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৪১-৪২)

কাতাদাহ (রহঃ) উপরের আয়াতের এ ভাবার্থও বর্ণনা করেছেন যে, নূহের (আঃ) ঐ নৌযানটিই বাকী ছিল, যেটাকে এই উম্মাতের পূর্ববর্তী লোকেরাও

দেখেছিল। (তাবারী ২৩/৫৭৮) কিন্তু সঠিক ভাবার্থ প্রথমটিই বটে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ আমি এটা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এ জন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ এটা সংরক্ষণ করে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন وَاَعِيَةٌ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত ঐ কান যার মাধ্যমে আল্লাহর কিতাব থেকে শ্রবণ করে লাভবান হয়। যাহ্‌হাক (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঐ কান যা শোনে এবং স্মরণ রাখে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যার নিখুত শ্রবণশক্তি রয়েছে এবং যা শোনে তা সঠিকভাবে বুঝতে পারে।

১৩। যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, একটি মাত্র ফুৎকার,	۱۳. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً
১৪। পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং একই ধাক্কায় তারা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে।	۱۴. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً
১৫। সেদিন সংঘটিত হবে মহা প্রলয়।	۱۵. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ
১৬। এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।	۱۶. وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
১৭। মালাইকা আকাশের প্রান্ত দেশে থাকবে এবং সেদিন আটজন মালাইকা তাদের রবের 'আরশকে ধারণ করবে তাদের উর্ধ্বে।	۱۷. وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ

	يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ
১৮। সেদিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবেনা।	<p>১৮. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ</p>

বিচার দিবসের ভয়াবহতার বর্ণনা

এখানে আল্লাহ তা'আলা বিচার দিবসের ভয়াবহতার বর্ণনা দিচ্ছেন। সর্ব প্রথম ভয়ের কারণ হবে শিংগায় ফুৎকার দেয়া। এতে সবারই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে। তারপর পুনরায় শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, যার ফলে আসমান ও যমীনের সমস্ত মাখলুক অজ্ঞান হয়ে পড়বে, তবে আল্লাহ যাকে চাবেন তিনি অজ্ঞান হবেননা। এরপর শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, যার শব্দের কারণে সমস্ত মাখলুক তাদের রবের সামনে দাঁড়িয়ে যাবে। এখানে ঐ প্রথম ফুৎকারেরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এখানে গুরুত্ব আরোপের জন্য এ কথাও বলে দিয়েছেন যে, এই উঠে দাঁড়িয়ে যাওয়ার ফুৎকার মাত্র একটি। কেননা যখন আল্লাহ তা'আলার হুকুম হয়ে গেছে তখন না এর কোন ব্যতিক্রম হতে পারে, না তা টলতে পারে, না দ্বিতীয়বার আদেশ প্রদানের প্রয়োজন হতে পারে, আর না তাগীদ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। এর পরেই বলেছেন : পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং চামড়ার মত ছড়িয়ে দেয়া হবে। যমীন পরিবর্তন করে দেয়া হবে এবং বিচার দিবসের সূচনা হবে। আসমান প্রতিটি খেলার জায়গা হতে ফেটে যাবে। ইব্ন জুরাইয (রহঃ) বলেন, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا

আকাশকে উন্মুক্ত করা হবে, ফলে ওটা হয়ে যাবে বহু দ্বারবিশিষ্ট। (সূরা নাবা, ৭৮ : ১৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আকাশ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে এবং আরশ ওর সামনে থাকবে এবং মালাইকা ওর প্রান্তদেশে থাকবেন এবং আকাশের দৈর্ঘ্যের মধ্যে ছড়িয়ে থাকবেন। তাঁরা পৃথিবীবাসীদেরকে দেখতে থাকবেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ কিয়ামাতের দিন আটজন মালাইকা/ফেরেশতা তাদের রবের আরশকে বহন করবে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, আমি তোমাদের কাছে আরশ বহনকারী মালাইকার মধ্যে একজন মালাইকা সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করব। ঐ মালাইকার কাঁধ ও কানের নিম্ন ভাগের মধ্যকার ব্যবধান সাতশ’ বছর ভ্রমনের সমান। (আবু দাউদ ৫/৯৬)

কিয়ামাত দিবসে প্রতিটি আদম সন্তানকে আল্লাহর কাছে উপস্থিত করা হবে

এরপর ঘোষণা করা হচ্ছে : কিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে ঐ আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে যিনি গোপনীয় ও প্রকাশ্য সব কিছুই অবগত আছেন। তিনি প্রকাশমান জিনিস সম্পর্কে যেমন পূর্ণ অবহিত, অনুরূপভাবে গোপনীয় জিনিস সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন : সেই দিন তোমাদের কিছুই গোপন থাকবেনা।

মুসনাদ আহমাদে আবু মুসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘কিয়ামাতের দিন জনগণকে তিনবার আল্লাহ তা‘আলার সামনে পেশ করা হবে। প্রথম দু’বারতো ঝগড়া, তর্ক-বিতর্ক ও ওয়র-আপত্তি চলবে। কিন্তু তৃতীয়বার তাদের হাতে আমলনামা তুলে দেয়া হবে। ঐ আমলনামা কারও ডান হাতে আসবে এবং কারও বাম হাতে আসবে।’ (আহমাদ ৪/৪১৪, তিরমিযী ৭/১১১, ইব্ন মাজাহ ২/১৪৩০)

১৯। তখন যাকে তার ‘আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবে : নাও, আমার ‘আমলনামা পাঠ করে দেখ।

۱۹. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ رِ
بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ اقْرَءُوا
كِتَابِيَّ

২০। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।

۲۰. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْقٍ حِسَابِيَّ

২১। সুতরাং সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন -	۲۱. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ
২২। সুমহান জান্নাতে -	۲۲. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ
২৩। যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে।	۲۳. قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ
২৪। তাদেরকে বলা হবে : পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে।	۲۴. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের আনন্দের বর্ণনা

এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যে ভাগ্যবান লোকদেরকে কিয়ামাতের দিন ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তারা অত্যন্ত খুশি হবে এবং আনন্দের আতিশয্যে তারা প্রত্যেককে বলবে : তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখ! এটা এজন্য যে, মানবীয় স্বভাবের কারণে তাদের দ্বারা যা কিছু পাপের কাজ হয়েছিল সেগুলোও তাদের তাওবাহার কারণে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। শুধু ক্ষমা করে দেয়াই হয়নি, বরং ঐগুলোর পরিবর্তে সাওয়াব লিখে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তারা শুধু সাওয়াবের আমলনামা আনন্দের সাথে সকলকে দেখাতে থাকবে। আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, هَا এর পরে وَهُمْ বেশি করা হয়েছে। কিন্তু প্রকাশমান কথা এই যে, هَاكُمْ-هَآؤُمْ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে বর্ণিত আছে, যে আবদুল্লাহ ইব্ন হানযালাহকে (রাঃ) মালাইকা তাঁর শাহাদাতের পর গোসল দিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে তাঁর সামনে দাঁড় করাবেন এবং তার আমলনামার পৃষ্ঠে তার মন্দ আমল লিখিত থাকবে, যেগুলো তার কাছে প্রকাশিত হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন : 'বল তো, তুমি কি এ আমল করেছিলে?' সে উত্তরে বলবে : 'হে আমার রাক্ব! হ্যাঁ, আমি এটা করেছিলাম।' আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তখন তাকে বলবেন : 'দেখ, আমি দুনিয়াতেও তোমাকে অপদস্থ করিনি, এখন এখানেও তোমাকে ক্ষমা করে

দিলাম। তোমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করলাম।' মহান আল্লাহর এ বাণী শুনে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার আমলনামা সবাইকে দেখাতে থাকবে।

ইহা হবে ঐ সময়ের বাক্য যখন আল্লাহর বান্দা কিয়ামাত দিবসে লাঞ্চিত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে এবং সৎ আমল প্রকাশিত হবে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একবার ইব্ন উমারকে (রাঃ) ব্যক্তিগত গোপনীয় আমল সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়। জবাবে তিনি বলেন যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন : বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে তাঁর কাছে হাজির করাবেন। সে যে সমস্ত পাপ করেছে তা স্বীকার করবে। অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে বান্দা তখন মনে করবে, তার ধ্বংস অনিবার্য। অতঃপর আল্লাহ বলবেন : পৃথিবীতে তুমি যে পাপ করেছিলে তা গোপন রেখেছিলাম এবং আজ আমি তোমার সেই পাপসমূহকে ক্ষমা করে দিলাম। তারপর তার সৎ আমলের বইটি তার ডান হাতে দেয়া হবে। অবশ্য যারা কাফির এবং মুনাফিক তাদের ব্যাপারে সাক্ষীগণ বলবেন : এরা তাদের রবের উপর মিথ্যা আরোপ করেছে এবং অবশ্যই খারাপ আমলকারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ। (বুখারী ৪৬৮৫, মুসলিম ১৭৬৮, আহমাদ ২/৭৪) পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে **إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهِ** অর্থাৎ পৃথিবীতে বসবাসের সময় আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, অবশ্যই আমাকে এই বিচার দিবসের সম্মুখীন হতে হবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে :

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْفِقُوا رَبِّهِمْ

যারা ধারণা করে যে, নিশ্চয়ই তারা তাদের রবের সাথে সন্মিলিত হবে। (সূরা বাকারাহ, ২ : ৪৬)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে সে বলবে : দুনিয়ায়ই আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, আমাকে অবশ্যই আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন :

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ সুতরাং তাদের প্রতিদান এই যে, তারা যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন। তারা সুমহান জান্নাতে প্রবেশ করবে, যার অট্টালিকাগুলি হবে উঁচু উঁচু। ঐ জান্নাতের হুরেরা হবে অত্যন্ত সুন্দরী ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী। ওর ঘরগুলি নি'আমাতে পরিপূর্ণ থাকবে। এই নি'আমাত রাশি কখনও শেষ হবেনা এবং কমেও যাবেনা, বরং এগুলি হবে চিরস্থায়ী।

অন্য একটি বিশুদ্ধ হাদীসে আছে যে, জান্নাতে একশটি শ্রেণী (স্তর) রয়েছে। এক শ্রেণী হতে অপর শ্রেণীর দূরত্ব হল আকাশ ও পৃথিবীর মাঝের দূরত্বের সমান। (বুখারী ২৭৯০) এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

فُطُوْهَا دَانِيَةً জান্নাতের ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। ইব্ন আযিব (রাঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন : জান্নাতে গাছের ফল এত অবনমিত থাকবে যে, জান্নাতীরা তাদের বিছানায় শুইয়ে শুইয়েই ফল তুলে নিতে পারবে। (তাবারী ২৩/৫৮৬) মহান আল্লাহ বলেন :

كُلُّوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ তোমরা খাও এবং পান কর। এটা তোমাদের অতীত দিনের ভাল কৃতকর্মের বিনিময়। ভাল কাজের বিনিময় বলা হয়েছে শুধুমাত্র স্নেহ ও মেহেরবানীর ভিত্তিতে।

একটি সহীহ হাদীস দ্বারা এটি প্রমাণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের আমল, দীনের জন্য মেহনত, আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য সদা প্রচেষ্টা ইত্যাদি তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার ব্যাপারে কোনই সাহায্য করতে সক্ষম হবেনা। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকেও কি নয়? উত্তরে তিনি বললেন : না, আমাকেও নয়, যদি দয়াময় আল্লাহ তাঁর দয়া ও করুণা দ্বারা আমাকে ঢেকে না দেন। (ফাতহুল বারী ১১/৩০০)

<p>২৫। কিন্তু যার ‘আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে : ‘হায়! আমাকে যদি দেয়াই না হত আমার ‘আমলনামা!</p>	<p>٢٥. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلِيَّتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّةٌ</p>
<p>২৬। এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব!</p>	<p>٢٦. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّةٌ</p>
<p>২৭। হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত!</p>	<p>٢٧. يَلِيَّتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَّةُ</p>

২৮। আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই এলোনা।	২৮. مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّةٌ
২৯। আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে।	২৯. هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ
৩০। মালাইকাকে বলা হবে : ধর ওকে, গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও।	৩০. خُذُوهُ فَغُلُّوهُ
৩১। অতঃপর নিষ্ক্ষেপ কর জাহান্নামে।	৩১. ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ
৩২। পুনরায় তাকে শৃংখলিত কর সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃংখলে।	৩২. ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ
৩৩। সে মহান আল্লাহর বিশ্বাসী ছিলনা।	৩৩. إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ
৩৪। এবং অভাবহাস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করতনা।	৩৪. وَلَا يَخْضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ
৩৫। অতএব সেদিন সেখানে তার কোন সুহৃদ থাকবেনা।	৩৫. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ
৩৬। এবং কোন খাদ্য থাকবেনা, ক্ষতনিঃসৃত স্রাব ব্যতীত।	৩৬. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ

৩৭। যা অপরাধী ব্যতীত কেহ
খাবেনা।

۳۷. لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ

বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্তদের করুণ আক্ষেপের বর্ণনা

এখানে পাপীদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, কিয়ামাতের মাঠে যখন তাদেরকে তাদের আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে তখন তাদের অবস্থা হবে অত্যন্ত শোচনীয় ও দুঃখপূর্ণ। তারা ঐ সময় বলবে : ‘হায়! আমাদেরকে যদি আমাদের আমলনামা দেয়াই না হত তাহলে কতইনা ভাল হত! যদি আমাদেরকে আমাদের হিসাব অবহিতই না করা হত! হায়! যদি মৃত্যুই আমাদের সবকিছু শেষ করে দিত তাহলে কতই না আনন্দের কথা হত! যদি আমরা এই দ্বিতীয় জীবনই লাভ না করতাম।’ মুহাম্মাদ ইব্ন কা’ব (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, তারা ঐ ধরনের মৃত্যু কামনা করবে যে মৃত্যুর পর আর কোন জীবন থাকবেনা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, দুনিয়ায় যে মৃত্যুকে তারা অত্যন্ত ভয় করত, সেই দিন ঐ মৃত্যুই তারা কামনা করবে। (তাবারী ২৩/৫৮৭) তারা আরও বলবে : আমাদের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-প্রতাপ আজ আমাদের কোন কাজেই এলোনা। অর্থাৎ এগুলো আমাদের উপর হতে আল্লাহর আযাব সরাতে পারলনা। কোন সাহায্যকারীও আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলোনা। আজ আমরা আমাদের বাঁচার কোন পথই খুঁজে পাচ্ছিনা।

আল্লাহ তা’আলা জাহান্নামের প্রহরী মালাইকাকে নির্দেশ দিবেন যে, তারা যেন কিয়ামাতের মাইদান থেকে পাপীদেরকে পাকড়াও করে তাদের গলদেশে লোহার বেড়ি পড়িয়ে দেয় এবং ঐ অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করে।

অতঃপর পুনরায় তাকে শৃংখলিত করা হবে সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃংখলে। কা’ব আহবার (রহঃ) বলেন যে, এই শৃংখলের এক একটি আংটা হবে সারা পৃথিবী-পূর্ণ লোহার সমান। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও ইব্ন জুরায়েজ (রহঃ) বলেন যে, এটা হবে মালাইকার হাতের মাপে। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই শৃংখল তার দেহে পরিয়ে দেয়া হবে। পায়খানার পথ দিয়ে ভরে মুখ দিয়ে বের করে নেয়া হবে। তাকে এমনভাবে আঙুনে ভাজা হবে যেমনভাবে কাবাব ভাজা হয়। এটাও বর্ণিত আছে যে, তার দেহের পিছন দিয়ে এই শৃংখল পরানো হবে এবং নাকের দুই ছিদ্র দিয়ে তা বের করে নেয়া হবে, ফলে সে পায়ের ভরে দাঁড়াতে পারবেনা। (তাবারী ২৩/৫৮৯)

মুসনাদ আহমাদে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আকাশ থেকে যদি একটি

পাথর যমীনে নিক্ষেপ করা হয় এবং এর দূরত্ব যদি পাঁচশত বছরের ভ্রমণের পথের সমান হয় তাহলে রাত হওয়ার পূর্বেই ঐ পাথর যমীনে পৌঁছে যাবে। ঐ পাথরটি যদি জাহান্নামের মুখ থেকে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে উহার জাহান্নামের তলদেশে পৌঁছতে সময় লাগবে চল্লিশ বছর। (আহমাদ ২/১৯৭, তিরমিযী ৭/৩১৩) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন : সে মহান আল্লাহই বিশ্বাসী ছিলনা এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করতনা। অর্থাৎ না সে আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য করত, আর না তাঁর মাখলূকের হক আদায় করে তাদের উপকার করত। মাখলূকের উপর আল্লাহর হক এই যে, তারা তাঁর একাত্মবাদে বিশ্বাস করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা। আর বান্দাদের একের অপরের উপর হক এই যে, একে অপরের সাথে সদাচরণ করবে, সৎ কাজে সাহায্য করবে এবং সহানুভূতি দেখাবে। ভাল কাজে একে অপরকে সাহায্য করবে। এ জন্যই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এ দু'টি হককে একই সাথে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন : 'তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত দাও।' নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইত্তিকালের সময় এ দু'টিকে এক সাথে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : 'তোমরা সালাতের হিফাযাত করবে ও অধীনস্তদের সাথে সদাচরণ করবে।' (নাসাঈ ৪/২৫৮) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسْلِينَ. لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِرُونَ

অতএব এই দিন তাদের কোন সুহৃদ থাকবেনা। এমন কোন নিকটতম আত্মীয় ও সুপারিশকারী থাকবেনা যে তাকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারে। আর তার জন্য ক্ষত নিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত কোন খাদ্য থাকবেনা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, غسلين হল জাহান্নামীদের নিকৃষ্ট খাদ্য। (তাবারী ২৩/৫৯১) রাবী (রহঃ) ও যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, ওটা জাহান্নামের একটি বৃক্ষ। শাবীব ইব্ন বিশর (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : غسلين হল জাহান্নামীদের দক্ষ শরীর থেকে নিঃসৃত রক্ত। আর غسلين এর অর্থ এও করা হয়েছে যে, ওটা হল জাহান্নামীদের দেহ হতে প্রবাহিত রক্ত ও পানি। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেছেন যে, غسلين হল জাহান্নামীদের (ক্ষত নিঃসৃত) পুঁজ।

৩৮। আমি শপথ করছি উহার যা তোমরা দেখতে পাও।	۳۸. فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ
৩৯। এবং যা তোমরা দেখতে পাওনা -	۳۹. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ
৪০। নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা।	۴۰. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
৪১। ইহা কোন কবির রচনা নয়; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর।	۴۱. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ
৪২। ইহা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর।	۴۲. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ
৪৩। ইহা জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ।	۴۳. تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

কুরআন হল আল্লাহ প্রদত্ত বাণী

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় সৃষ্টবস্তুর মধ্য হতে তাঁর ঐ সব নিদর্শনের শপথ করছেন যেগুলি মানুষ দেখতে পাচ্ছে এবং ঐগুলিরও শপথ করছেন যেগুলি মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে। তিনি এর উপর শপথ করছেন যে, কুরআন কারীম তাঁর বাণী ও তাঁর অহী, যা তিনি স্বীয় বান্দা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন, যাকে তিনি রিসালাতের প্রচারের জন্য পছন্দ ও মনোনীত করেছেন। রাসূল কারীম দ্বারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। এর সম্বন্ধ তাঁর সাথে লাগানোর কারণ এই যে, এর প্রচারক ও উপস্থাপকতো তিনিই। এ জন্য রাসূল শব্দ আনয়ন করা হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামতো তাঁর পয়গাম পৌঁছিয়ে থাকেন যিনি

তাকে প্রেরণ করেছেন। ভাষা তাঁর হলেও উক্তি হল তাঁকে যিনি প্রেরণ করেছেন তাঁর। এ কারণেই সূরা তাকভীরে এর সম্বন্ধ লাগানো হয়েছে মালাইকা/ফেরেশতা-দূতের সাথে (অর্থাৎ জিবরাঈলের (আঃ) সাথে)। ঘোষিত হয়েছে :

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ. مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٍ

নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী, যে সামর্থশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন, যাকে সেখানে মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাস ভাজন। (সূরা তাকভীর, ৮১ : ১৯-২১) আর ইনি হলেন জিবরাঈল (আঃ)। এ জন্যই এর পরেই বলেন :

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ

তোমাদের সাথী (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাগল নন। (সূরা তাকভীর, ৮১ : ২২) তারপর বলেন :

وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

সেতো তাকে (জিবরাঈলকে) স্পষ্ট দিগন্তে অবলোকন করেছে।’ (সূরা তাকভীর, ৮১ : ২৩) এরপর বলেন :

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ

সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে কার্পন্য করেনা। (সূরা তাকভীর, ৮১ : ২৪)

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ

এবং ইহা অভিশপ্ত শাইতানের বাক্য নয়। (সূরা তাকভীর, ৮১ : ২৫)

অনুরূপভাবে এখানেও বলেন : ‘এটা কোন কবির রচনা নয়, তোমরাতো অল্পই বিশ্বাস করে থাক। এটা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা খুব অল্পই অনুধাবন করে থাক।’ সুতরাং মহান আল্লাহ কোন কোন সময় নিজের বাণীর সম্বন্ধ লাগিয়েছেন মানব দূতের দিকে, আবার কখনও কখনও সম্বন্ধ লাগিয়েছেন মালাক দূতের দিকে। কেননা তারা উভয়েই আল্লাহর বাণীর প্রচারক এবং তারা বিশ্বাস ভাজন। তবে হ্যাঁ, প্রকৃতপক্ষে বাণী কার? এটাও সাথে সাথে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে :

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

ইহা জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ : ৮০)

৪৪। সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত -	۴۴. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ
৪৫। আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম।	۴۵. لَا أَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ
৪৬। এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী।	۴۶. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ
৪৭। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নেই যে, তাকে রক্ষা করতে পারবে।	۴۷. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ
৪৮। এই কুরআন মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ।	۴۸. وَإِنَّهُ لَتَذِكْرٌ لِّلْمُتَّقِينَ
৪৯। আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রয়েছে।	۴۹. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ
৫০। এবং এই কুরআন নিশ্চয়ই কাফিরদের অনুশোচনার কারণ হবে।	۵۰. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ
৫১। অবশ্যই এটা নিশ্চিত সত্য।	۵۱. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ
৫২। অতএব তুমি মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।	۵۲. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءً ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي
ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى

বল : মু'মিনদের জন্য ইহা (কুরআন) পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ : ৪৪) মহান আল্লাহ বলেন :

وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রয়েছে। অর্থাৎ এভাবে স্পষ্ট বর্ণনার পরেও এমন কতকগুলো লোক রয়েছে যারা কুরআনকে অবিশ্বাস করেই চলেছে। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেছেন : কাফিরদের ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য বিচার দিবসে ইহা হবে নিদারুণ দুঃখ-যন্ত্রনার কারণ। (তাবারী ২৩/৫৯৫) তিনি তার তাফসীরে কাতাদাহ (রহঃ) থেকেও অনুরূপ একটি মন্তব্য বর্ণনা করেছেন। এও হতে পারে যে, এ আয়াতে ব্যবহৃত সর্বনামটি (ইহা) কুরআনের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে এর ভাবার্থ হবে, কুরআনকে বিশ্বাস না করার ফলে কাফিরদের জন্য উহা হবে দুঃখ-যন্ত্রনার কারণ। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ. لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهِ

এভাবেই আমি পাপীদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি। তারা এতে ঈমান আনবেনা। (সূরা শু'আরা, ২৬ : ২০০-২০১) অন্যত্র বলেন :

وَ حِيْلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ

তাদের ও তাদের প্রবৃত্তির মাঝে অন্তরাল করা হয়েছে। (সূরা সাবা, ৩৪ : ৫৪)

এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন : وَ اِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য খবর। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন :

اَتَتَبِعَ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ অতএব, হে নাবী! এই কুরআন অবতীর্ণকারী মহান রবের তুমি পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

সূরা হাক্কাহ -এর তাফসীর সমাপ্ত।